বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনায় ৩৯তম স্বাধীনতা দিবস ও বঙ্গবন্ধুর ৮৯তম বার্ষিকী উদযাপিত।

গত ২৮শে মার্চ ২০০৯ রোজ শনিবার গেস্সনফিল্ড কমিউনিটি হলে বিপুল উৎসাহ ও আনন্দঘন পরিবেশে বঙ্গবন্ধু পরিষদ অস্ট্রেলিয়া তথা বঙ্গবন্ধু সোসাইটি অব অস্ট্রেলিয়া আয়োজন করেছিল "স্বাধীনতা দিবস ও বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন" উপলক্ষ্যে নবীন-প্রবীণ ও ৭১' এর মুক্তিযোদ্ধাদের সমন্বয়ে "স্বাধীনতা আমার অহংকার" শীর্ষক আলোচনা সভা। প্রতিবছরের চেয়ে এবার অনেকটা ব্যতিক্রম ছিল অনুষ্ঠানটি। প্রবাসে বসবাসরত নূতন প্রজন্মকে বাংলাদেশের ইতিহাস ও কৃষ্টির প্রতি আগ্রহী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে "শিশু-কিশোরদের মধ্যে বাংলাদেশের ইতিহাস ভিত্তিক রচনা ও অংকন প্রতিযোগিতা" এবং তাদেরকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছিল এই আলোচনা অনুষ্ঠানে। অনুষ্ঠানটির প্রথম পর্বে স্বাধীনতা যুদ্ধের সকল শহীদদের প্রতি সম্মান জানিয়ে "শিশু কিশোরদের" চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা ও আলোচনা অনুষ্ঠান শুরু করা হয়।

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি ড. নিজাম উদ্দিন আহমেদ। সংগঠনের সাধারন সম্পাদক জনাব মো: রফিকউদ্দিন স্বাগত ভাষনের মাধ্যমে আলোচনার সুত্রপাত করেন। তিনি তার স্বাগত ভাষনে এই দুটি দিন যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে উদযাপনের গুরুত্ব আরোপ করেন।

আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন মুক্তিযোদ্ধা সংসদ অস্ট্রেলিয়ার সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মিজানুর রহমান তরুন, প্রাক্তন ছাত্র নেতা ও কাদেরিয়া বাহিনীর কমান্ডার মো: মিজানুর রহমান, সংগঠনের প্রাক্তন সভাপতি ডা. নুরুর রহমান খোকন, সাংগঠনিক সম্পাদক খন্দকার মোস্তাক মেরাজ, বঙ্গবন্ধুর আদর্শের অনুসারী শেখ মাহবুব আলম, আওয়ামী লীগ অস্ট্রেলিয়া শাখার সদস্য সচিব আনিসুর রহমান রিতু এবং বাংলাদেশ ছাত্র লীগ অস্ট্রেলিয়ার সাজ্জাদ পলিন। তদানিন্তন পূর্ব বাংলার আপামর জনসাধারনের সকল সংগ্রামে বঙ্গবন্ধুর বলিষ্ঠ ও আপোষহীন নেতৃত্ব এবং ১৯৭১

সালের মুক্তিযুদ্ধে অবিস্মরনীয় অবদানের জন্যে সকল আলোচকবৃন্দ তাঁকে শ্রদ্ধাভরে স্মরন করেন। বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে বাঙ্গালী জাতীর এই স্বাধীনতা তথা স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় অসম্ভব ছিল বলে সবাই একমত পোষন করেন।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে ছিল বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনের উপর ভিত্তি করে নির্মিত গুরুন্নত্বপূর্ণ প্রামান্য চিত্র প্রদর্শন, বাংলাদেশের পঙ্গু-দুঃস্থ্য মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যার্থে নৈশভোজ এবং দেশাত্ববোধক গানের অনুষ্ঠান। শুরুতেই গান পরিবশেন করেন শিশু শিল্পী অংকন ও মালিহা খন্দকার। অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন মিজানুর রহমান তরুন, অমিয়া মতিন, সীমা আহম্মেদ ও রেবেকা সুলতানা। কবিতা পাঠ করেন সংগঠনের সহ-সভাপতি ডা: লাভলী রহমান ও রিতু। সর্বক্ষন তবলায় ছিলেন খন্দকার জাহিদ হাসান ও সার্বিক তত্বাবধানে ছিলেন শেখ মশিউর রহমান হৃদয়।

পরিশেষে সংগঠনের শিক্ষা ও গবেষনা সম্পাদক ড. খায়রল হক চৌধুরী রচনা ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মধ্যে পুরষ্কার বিতরন করেন। এই রচনা ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের গিফট ভাউচার ও সনদপত্র প্রদান করা হয়। রচনা প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন যথাক্রমে ফেরদৌসি বাহার, মালেক সালাবী ও দিবস রফিক। তাদের প্রত্যেককে যথাক্রমে ১৫০.০০, ৭৫.০০ ও ৫০.০০ ডলার মূল্যমানের গিফট ভাউচার প্রদান করা হয়। বিজয়ীদের হাতে এই পুরষ্কার তুলে দেন যথাক্রমে ডা. লাভলী রহমান, ড. রোনাল্ড পাত্র এবং জনাব আ: আজিজ।

চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান পেয়েছে যথাক্রমে শিলমা চৌধুরী, ইরান তালুকদার ও শেখ ফাহিম। তাদের প্রত্যেককে যথাক্রমে ১০০.০০, ৬০.০০ ও ৪০.০০ ডলার মূল্যমানের গিফট ভাউচার প্রদান করা হয়। বিজয়ীদের হাতে এই পুরষ্কার তুলে দেন যথাক্রমে জনাব আনিসুর রহমান, নাজমুল ইসলাম খান ও ঘাতক দালাল নির্মুল কমিটি অস্ট্রেলিয়ার সভাপতি জাহিদ আহমেদ। বিজয়ীরা ছাড়াও অংশগ্রহনকারী সকল শিশুদের উৎসাহ পুরষ্কার প্রদান করা হয়। চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় সর্বোতোভাবে সাহায্য ও বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন বিশিষ্ট চিত্রকর রফিকুর খাঁন। সাধারন সম্পাদকের অনুরোধে মঞ্চ নিয়ন্ত্রন ও সমগ্র অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনায় ছিলেন বেতার বাংলার উপস্থাপিকা রাজিয়া সুলতানা।

অনুষ্ঠান শেষে আগত সকল অতিথি এবং যারা এই অনুষ্ঠানের জন্যে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপনি ঘোষনা করেন সভাপতি ড. নিজাম উদ্দিন আহমেদ।

রিপোর্ট সম্পাদনা: মো: হারুনুর রশিদ আজাদ।